১৩. বার্ষিক প্রতিবেদন

সদস্য সচিব সংস্থার কর্মকান্ডের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদে পেশ করবেন। নির্বাহী পরিষদে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ সভায় অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ ও দাতা সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

১৪. পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ

বামাসপ-এর পরিচালক বা সদস্য সচিব নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করবেন। তিনি বামাসপ-এর প্রশাসনিক ও কর্মসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করবেন। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি বামাসপ-এর অনুমোদিত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অপরাপর কর্মচারী নিয়োগ করবেন। কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হবে।

১৫. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান করবেন সভাপতি। অপরাপর নির্বাহী সদস্যগণ তাঁকে সহায়তা করবেন।

১৬. বিশেষ ক্ষমতা

ক. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত সমূহ যদি সংবিধান-এর কোন ধারা ও উপধারা কিংবা অনুচ্ছেদ-এর সাথে অসংগতিপূর্ণ হয় তাহলে গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তবলী অকার্যকর ও বাতিল হবে।

খ. বামাসপ এর কার্যাবলী পরিচালনায় বিধি বিধান গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে সেই সকল ক্ষেত্রে প্রথানুসারে নির্বাহী পরিষদ সমাধান করতে পারেন।

১৭. অবলুপ্তি

সংগত কারণে বামাসপ-এর অবলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ অবলুপ্ত করা যাবে। তবে বিলুপ্তির কারণে বামাসপ-এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রথমত দায়-দেনা পরিশোধার্থে ব্যবহৃত হতে পারবে, এবং দ্বিতীয়তঃ নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমমনা সংগঠনকে দান করা যেতে পারে।

১৮. গঠনতন্ত্র অনুমোদন

বামাসপ-এর গঠনতন্ত্র এবং গঠনতন্ত্রের সংশোধনী সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের(নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ)অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ(বামাসপ)-এর গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা, উপ-ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পর ২৬ আগষ্ট ১৯৮৭ সালে প্রথমবারের মত বামাসপ-এর গঠনতন্ত্র সাধারণ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বামাসপ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে সর্ব সম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্র বিষয়ে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বামাসপ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রটি পুনঃপর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

##########

আকরাম হোসেন চৌধুরী
মহাসচিব
বামাসপ

পরীক্ষিত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

পরিভাষা

বিষয় বা পূর্বাপর কথার বিরুদ্ধভাবের কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্রেঃ

ক. বাংলাদেশ সরকার বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারকে বুঝাবে;

খ. গঠনতন্ত্র বলতে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয়পরিষদের গঠনতন্ত্র বুঝাবে;

গ. বামাসপ বলতে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ(Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh-CCHRB) বুঝাবে;

ঘ. সদস্য সংগঠন বলতে বামাসপ-এর অন্তর্ভূক্ত সকল সংগঠনগুলোকে বুঝাবে;

ঙ. সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদ বলতে বামাসপ-এর সাধারণ সদস্যদের পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে;

চ. ১, ২, ৩, ৪.....ইত্যাদি দ্বারা গঠনতন্ত্রের ধারা; ক, খ, গ.....ইত্যাদি দ্বারা উপ-ধারা; (১), (২), (৩).....ইত্যাদি দ্বারা অনুচ্ছেদ বুঝাবে।

**

(অদ্য, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে বামাসপ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংশোধনীর খসড়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মন্তব্যের আলোকে পুনঃপর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হল। খসড়া গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা, পর্যালোচনা শেষে এই খসড়াটি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। এই সংশোধনী নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অবিলম্বে কার্যকর হবে)।

আকরাম হোসেন চৌধুরী
মহাসচিব
বামাসপ